দৈনিক ইত্তেফাক

173

তারিখ 28 MAY 1992

পৃষ্ঠা 7 কলাম 9

কম্যান্ডো ষ্টাইলে 'সশস্ত্র অভিযান' ● প্রতিপক্ষ বিতাড়িত

জহিরুল হক হল ছাত্রলীগের 'থার্ড ওয়ার্ল্ড' গ্রুপের দখলে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। গতকাল (বুধবার) ছাত্রলীগের (ম-ই) 'থার্ড ওয়ার্ল্ড' বলিয়া পরিচিত একটি গ্রুপ 'কমাণ্ডো ষ্টাইলে' জহিরুল হক হল দখল করিয়া নেয়। এই ঘটনার পর ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বিভিন্ন হল শাখার নেতা-কর্মীর মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একদল নেতা-কর্মী ভিসির বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ করার সময় বাসভবন লক্ষ্য করিয়া ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকিলে পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চার্জ করে এবং ৫/৬ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের ভিপি সুভাষ সিংহ রায়সহ ৩জন আহত হয়। জানা যায়, যাহারা গতকাল জহুরুল হক হল দখল করিয়াছে তাহারা মোস্তফা মোহসীন মণ্টুর সমর্থক। প্রায় ৫ মাস পূর্বে তাহারা সংগঠনের প্রতিপক্ষ গ্রুপের চাপে হল ছাড়িয়াছিল। 'থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ' গতকাল হল দখল করায় ছাত্রলীগের হল শাখার ৩০/৪০ জন নেতা-কর্মী হলে ফিরিতে পারে নাই। রাতে রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

জহুরুল হক হল

(১ম পৃঃ পর)

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ছিল থমথমে। ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (ম-ই) কেন্দ্রীয় সংসদ আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক ছাত্র সমাবেশ আহ্বান করিয়াছে।

গতকাল বেলা ১২টায় 'থার্ড ওয়ার্ল্ড' গ্রুপ সদ্য কারামুক্ত ছাত্রনেতা মাসুমের নেতৃত্বে অকস্মাৎ জহুরুল হক হলে ঢুকিয়া পড়ে। এই সময় ছাত্রলীগের হল শাখার অপর নেতা-কর্মীরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রলীগের পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশে যোগ দিতে আসিয়াছিল ফলে হলে ঢোকার সময়, 'থার্ড ওয়ার্ল্ড' গ্রুপ কোন বাধার সম্মুখ হয় নাই। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, একটি মাইক্রোবাসে ছাত্রলীগের এই কর্মীরা হলগেটে আসিয়া নামে। এবং কমাণ্ডো ষ্টাইলে অস্ত্র উঁচাইয়া ধর ধর চিৎকার দিয়া হলে ঢুকিয়া পড়ে। কয়েকজনের হাতে 'ওয়ারলেস' ছিল। হলের বিভিন্ন করিডোরে তাহারা দৌড়াদৌড়ি করে। এক পর্যায়ে ওয়ারলেসে একজন অন্যজনের সহিত সংবাদ আদান-প্রদান করিতে থাকে। ১০/১৫ মিনিট পর তাহারা সাধারণ ছাত্রদের সহিত কুশল বিনিময় করে। এই সময় সাধারণ ছাত্রদের প্রতি তাহাদের বক্তব্য ছিল 'আর কোন ভয় নাই। এই হলে থার্ড ওয়ার্ল্ড, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড বলিয়া কিছু থাকিবে না। সবাই সমান। সাধারণ ছাত্রদের কোন ভয় নাই।' তাহারা এক পর্যায়ে টেলিফোনে হল প্রভোষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহিত আলাপ করে এবং হল পরিদর্শনের আহ্বান জানায়। বেলা সাড়ে ১২টায় হল এলাকায় পর পর ৩/৪ রাউণ্ড গুলী ছোড়া হয়।

এদিকে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রলীগের সমাবেশে জহুরুল হক হল দখলের খবর ছড়াইয়া পড়িলে উত্তেজনা দেখা দেয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ নেতা কর্মীদের মধুর কেন্টিনের সম্মুখে নিয়া আসে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। একদল কর্মী জহুরুল হক হল আক্রমণের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিলে নেতৃবৃন্দ তাহাদের শান্ত করেন। থার্ড ওয়ার্ল্ডের কর্মীরা হলে পাকাপোক্ত আসন গাড়িয়াছে এই সংবাদ মধুর কেন্টিনে ছড়াইয়া পড়িলে ছাত্রলীগের কর্মীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। মিছিলটি কলাভবন প্রদক্ষিণ করিয়া ভিসির বাসভবনের সম্মুখে পৌছিলে উত্তেজিত একদল কর্মী ভিসির বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে শুরু করে। তাহারা জোরপূর্বক ভিসির বাসভবনে ঢুকিতে চায় এবং বাসভবন লক্ষ্য করিয়া ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ পরে এলাকায় কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে জগন্নাথ হল শাখার ভিপি সুভাষ, সাহাবুদ্দিনসহ ছাত্রলীগের ৪ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। অনেকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করিয়া দেয়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে রাস্তা বন্ধ সাইনবোর্ড বসানো হয়। গতকাল ছাত্রলীগের 'থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ' যখন সশস্ত্র অবস্থায় জহুরুল হক হলে ঢোকে এবং ফাঁকা গুলী ছোঁড়ে তখন হলের দুই পাশেই রাস্তায় পুলিশের লোকজন প্রহরায় ছিল। হলে সশস্ত্র তরুণেরা ঢুকিয়াছে এই সংবাদ পাওয়ার পরও তাহাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই।